গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০৩৬.১৬.০৫.২০.১৯৪

তারিখ ১৬ কার্তিক ১৪২৯ ব:
০১ নভেম্বর ২০২২ খ্রি:

বিষয়: বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোস্তফা কামাল
সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

তারিখ : ১৩-১০-২০২২ খ্রি:

সময় : সকাল ০৮.৩০ ঘটিকা

স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-কঃ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ।
পরিশিষ্ট-খঃ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণ।

বিভাগীয় কমিশনারগণসহ মন্ত্রণালয়ের উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপভাবে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে ১৬.৪১৫০ একর জমি অধিগ্রহণ।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সভাকে অবহিত করেন যে বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণের জন্য গত ২৮-০৬-২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, যশোর কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জমির দখল বুঝে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে অধিগ্রহণকৃত জমি বুঝে দেয়ার জন্য জেলা প্রশাসক, যশোরকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	বেনাপোল স্থলবন্দরের কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক, বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসন, যশোর

২.	বেনাপোল স্থলবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল সম্প্রসারণের জন্য ২য় পর্যায়ে ১.৫৬ একর জমি অধিগ্রহণ	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সভাকে অবহিত করেন যে ১.৫৬ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব গত ০৪-১০-২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর-এ প্রেরণ করা হয়। জেলা প্রশাসন, যশোর কর্তৃক ০৩-০১-২০২২ তারিখে সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ০৮-০২-২০২২ তারিখে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় "প্রস্তাবিত বড় আঁচড়া মৌজায় ১.৫৬ একর জমির বাইরে ০৫নং দাগের প্রস্তাব বহির্ভূত জমি অন্তর্ভুক্ত করে প্রত্যাশী সংস্থা পুনরায় সংশোধিত প্রস্তাব প্রেরণ করবে। সংশোধিত প্রস্তাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।" মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ০৫নং দাগের প্রস্তাব বহির্ভূত জমি অন্তর্ভুক্ত করে মোট ০.৫২ একর জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, যশোর বরাবর গত ০৭-০৯-২০২২ তারিখ প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি উক্ত জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, যশোর-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনারকে অনুরোধ জানান।	উক্ত জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, যশোর-কে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক, বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসন, যশোর
৩.	ভোমরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ৫তলা ভবনসহ ভবন সংলগ্ন ০.১২ একর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ জানান যে, ভোমরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ৫তলা ভবনসহ ভবন সংলগ্ন ০.১২ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব গত ১৬-০৩-২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৮-০৯-২০২২ তারিখে সরেজমিনে যৌথ তালিকা (ফিল্ডবুক) প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে জেলা প্রশাসন, সাতক্ষীরা কর্তৃক উক্ত জমির প্রাক্কলন প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে উল্লেখ	উক্ত জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্নকরণের জন্য জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা-কে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক, বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসন, খুলনা।

		করেন। সভাপতি বিভাগীয় কমিশনারকে উক্ত জমির প্রাক্কলন প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নকরণের জন্য জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।		
৪.	আখাউড়া স্থলবন্দরে আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ৩.৫৭৭ একর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ জানান যে, বাস্থবক কর্তৃক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দরে "আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল" নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রস্তাবিত মোট ৩.৫৭৭৫ একরে বিজিবি'র আইসিপি ও Retreat ceremony এর গ্যালারি নির্মাণের জন্য ২.০০ একর জমির প্রশাসনিক অনুমোদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক গত ০৮-০৯-২০২২ তারিখে বাতিল করা হযেছে। তদানুযায়ী জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক বিজিবি'র অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ২.০০ একর জমির রুজুকৃত এল.এ মামলা নং ০৩/২০১৮-২০১৯ এর যাবতীয় কার্যক্রম বাতিলের লক্ষ্যে অনুমতি প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক ২৩-০৯-২০২২ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	উক্ত জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্নকরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক, বিভাগীয় কশিনার/ জেলা প্রশাসন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৫.	তামাবিল স্থলবন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২৪.১৪ একর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক জানান যে, "তামাবিল স্থলবন্দর সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন ৮২ নম্বর জেএলস্থিত চৈলাখেল ৩য় খন্ড মৌজায় ১.২৭ একর	উক্ত জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্নকরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা	চেয়ারম্যান, বাস্থবক, বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসন,

		এবং ৮৩ নম্বর জেএলস্থিত চৈলাখেল ৪র্থ খন্ড মৌজায় ২২.৮৭ একরসহ মোট ২৪.১৪ একর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত সৃজিত এলএ মামলা নম্বর ০৯/২০১৮-১৯ এর মূল নথি চাহিত কাগজাদিসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ২৩-০১-২০২২ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	যেতে পারে।	সিলেট
৬.	ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন কালাসাদক মৌজায় ৩০.০০ একর জমি বন্দোবস্ত গ্রহণ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক জানান যে, ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন কালাসাদক মৌজায় জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ৫৩.০০ একর জমি বন্দোবস্ত গ্রহণের প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ৫৩.০০ একর ভূমি বন্দোবস্ত গ্রহণের জন্য নৌপরিহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-০৯-২০২২ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ভূমি বন্দোবস্ত গ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট বরাবর প্রেরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতি উল্লিখিত ভূমি বন্দোবস্ত গ্রহণের প্রস্তাব দ্রুত জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবর প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	উল্লিখিত ভূমি বন্দোবস্ত গ্রহণের প্রস্তাব দ্রুত জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক, বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসন, সিলেট।
৭.	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের ভূমি	চেয়ারম্যান, চবক জানান যে, ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারের বরাবরে এল.এ মামলা নং ০৫/২০১৯-২০ এবং এল.এ. মামলা নং ০৬/২০১৯-২০ এর জন্য সর্বমোট (৯০,৯৮,৫৫,১৯৩.০২ + ৭১,৫৯,৫৯,০৭৮.৮২ =	ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিগ্রস্থ ভূমি মালিকগণের ভূমির মূল্য পরিশোধের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা যেতে	চেয়ারম্যান, চবক, বিভাগীয় কমিশনা, জেলা প্রশাসন,

	অধিগ্রহন সংক্রান্ত।	১৬২,৫৮,১৪,২৭১.৮৪ (একশত বাষট্টি কোটি আটান্ন লক্ষ চৌদ্দ হাজার দুইশত একাত্তর টাকা চুরাশি পয়সা) পরিশোধ করেছেন। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার গত ৩০-০৩-২০২২ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে সর্বমোট ২৮৩.২৩ একর জমির দখল হস্তান্তর করেন। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার বিগত ৩০-০৯-২০২২ পর্যন্ত দু'টি এল.এ. কেসের জন্য ১৭,৭৫,৬৪,৭৮৮.০০ (সতের কোটি পঁচাত্তর লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতশত আটাশি) টাকা ক্ষতিগ্রস্থ ভূমি মালিককে পরিশোধ করেছেন। ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি ক্ষতিগ্রস্থ ভূমি মালিকদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা করেন।	পারে।	চট্টগ্রাম।
৮.	মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনারবারে ড্রেজিং প্রকল্পের জমি হুকুম দখল সংক্রান্ত জটিলতা	চেয়ারম্যান, মোবক জানান যে, "মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ড্রেজিং কাজের জন্য Jiangsu Haihong Construction Engineering Co. Ltd. - China Civil Engineering Construction Corporation JV (JHCEC-CCECC JV) এর সাথে ৩০-১২-২০২০ তারিখে ৭২৬১০.১৯ লক্ষ টাকায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ড্রেজিং কাজের জন্য সাইটে বর্তমানে ০৫টি কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে ও ০১ টি ট্রেইলিং সাকশান হপার ড্রেজার রয়েছে। ০৭টি ড্রেজিং সেকশনের মধ্যে হারবাড়িয়া এলাকার ১ম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে মুরিং বয়া এলাকায় এবং টার্ণিং গ্রাউন্ডে ড্রেজিং	বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে কাজটি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	চেয়ারম্যান, মোবক, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসন, খুলনা।

		চলছে। ড্রেজিং মাটি মোট ১৭টি কম্পার্টমেন্টে ফেলা হবে। তন্মধ্যে মোংলা উপজেলার হুকুমদখলকৃত ০৮টি কম্পার্টমেন্টে এবং মোংলা বন্দর ও অন্যান্য সরকারী সংস্থার ৪ টি কম্পার্টমেন্টের ডাইকের কাজ সমাপ্ত হয়েছে; ০১ টি কম্পার্টমেন্টে ডাইকের কাজ চলমান। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ৯০ ল.ঘ.মি. (৪২%) ড্রেজিং করা হয়েছিলো, তন্মধ্যে ডিজাইন গভীরতা অনুসারে ৫৬.৪৪ ল.ঘ.মি. (২৬%) এর বিল প্রদান করা হয়েছে। ড্রেজিং মাটি ফেলার জন্য মোংলা ও দাকোপ উপজেলায় মোট ১০০০ একর জমি হুকুমদখল করা হয়েছে। মোংলা উপজেলার ৭০০ একর জমি ২৭-০৯-২০২১ তারিখে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং সেখানে বর্তমানে কাজ চলছে। দাকোপ উপজেলার ৩০০ একর জমি ২৭-০৭-২০২২ তারিখে মোংলা বন্দরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু জনগণের বাঁধার কারণে এখনও সেখানে কাজ শুরু করা যায়নি। প্রকল্পের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। তবে প্রকল্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় কোন টাকা ছাড় করা যায়নি। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি'র উপর ০৬/০৭/২০২২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভায় পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ড্রেজিং প্লান ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বুয়েট, কুয়েট, সিইজিআইএস, আইডব্লিউএম এবং মবক'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কারিগরী কমিটির গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখে কমিটি		

		গঠন করা হয়। কমিটি সরজমিনে সাইট পরিদর্শন ও ০৩টি মিটিং করে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনের আলোকে ডিপিপি সংশোধন করে ০৬-১০-২২ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসনের সাথে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান সম্পৃক্ত করে কাজ করতে হবে।		
৯.	শিমুলিয়া-মাঝিরকান্দি ফেরি সার্ভিস	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি জানান যে, গত ২৬.০৬.২০২২ তারিখ পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর থেকে শিমুলিয়া-মাঝিরকান্দি ফেরি সার্ভিসটি বন্ধ রয়েছে। তবে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত রুটে ফেরি ও পন্টুন নিয়োজিত রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। বিভাগীয় কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসককে নিয়ে ভিজিট করার পরামর্শ দেন। সভাপতি জনস্বার্থে শিমুলিয়া-মাঝিরকান্দি ফেরি সার্ভিস চালু রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	জনস্বার্থে শিমুলিয়া-মাঝিরকান্দি ফেরি সার্ভিস চালু রাখা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি
১০.	বিআইডব্লিউটিসির নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল ও কিশোরগঞ্জ এর ভৈরবের জমি	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি জানান যে, সলিমুল্লাহ রোডস্থ বেইজঘর জমি আইনগতভাবে বিআইডব্লিউটিসির নামে রেকর্ডভুক্ত করে খাজনাদি প্রদানে নারায়ণগঞ্জস্থ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ এর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া কিশোরগঞ্জের ভৈরব	৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ এবং জেলা প্রশাসন,

		এ অবস্থিত বিআইডব্লিউটিসির জমি উদ্ধারের বিষয়ে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসন, কিশোরগঞ্জ এর সাথে ১টি উচ্চ পর্যায়ের টিম গঠন করে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার এবং জমি পরিদর্শণের উদ্যোগ ইতোমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শক্রমে		কিশোরগঞ্জ
১১.	উপকূলীয় সার্ভিস	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি জানান যে, তিনিসহ অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপকূলীয় এলাকা পরিদর্শণ করেছেন। পরিদর্শনপূর্বক ১. চিলমারি-রৌমারি (কুড়িগ্রাম); ২. ধাওয়াপাড়া জৌকড়া (রাজবাড়ী)-নাজিরগঞ্জ (সুজানগর, পাবনা); ৩. বামনা-বদনিখালী (বরগুনা); ৪. বগীবাজার-চালিতাতলী (বরগুনা জেলা); ৫. চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ; ৬. রাঙ্গাবালী উপজেলার আগুনমুখো নদীতে পানপট্টি-কোড়ালিয়া রুটে সী-ট্রাক কাম ফেরি সার্ভিস চালুকরণ; ৭. ভোলা-লালমোহন উপজেলার নাজিরপুর থেকে পটুয়াখালির বাউফলের কালাইয়া এবং চেয়ারম্যানঘাট হাতিয়া-মনপুরা-তজুমুদ্দিন রুটসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতি ফেরি সার্ভিস চালু রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	উল্লিখিত সার্ভিসগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম বরিশাল খুলনা ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, টিসি, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।
১২.	নতুন ফেরি সার্ভিস চালু করা প্রসঙ্গে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি জানান যে, ১. চিলমারি-রৌমারি (কুড়িগ্রাম) ২. ধাওয়াপাড়া জৌকড়া (রাজবাড়ী)-নাজিরগঞ্জ (সুজানগর, পাবনা)। ৩. বামনা-বদনিখালী(বরগুনা)। ৪. বগীবাজার-	ফেরি সার্ভিসসমূহ চালু রাখা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, বিভাগীয় কমিশনার, উপসচিব

		চালিতাতলী (বরগুনা জেলা)। ৫. চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ। ৬. রাঙ্গাবালী উপজেলার আগুনমুখো নদীতে পানপট্টি-কোড়ালিয়া রুটে সী-ট্রাক কাম ফেরি সার্ভিস চালুকরণ। ৭. ভোলা-লালমোহন উপজেলার নাজিরপুর থেকে পটুয়াখালির বাউফলের কালাইয়া এবং চেয়ারম্যানঘাট হাতিয়া-মনপুরা-তজুমুদ্দিন উল্লিখিত রুটসমূহে ফেরি সার্ভিস চালু করার নিমিত্ত বিআইডব্লিউটিসি, বিআইডব্লিউটিএ, এলজিইডি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, পাউবো এবং নৌপম-এর মধ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা আহবানের জন্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতি উক্ত ফেরি সার্ভিসসমূহ চালু করণের নিমিত্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।		(টিসি), নৌপম, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।
১৩.	কুমিরা-গুপ্তছড়া যাত্রীবাহি সার্ভিসে যাত্রী উঠানামার জন্য লাল বোট পরিচালনা নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি জানান যে, ঝুঁকিপূর্ণ লাল বোর্ট পরিচালনা বন্ধ রাখার জন্য সংস্থার তরফ হতে নৌপুলিশ, চট্টগ্রাম বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তবে এখনো ঝুঁকিপূর্ণ লাল বোট পরিচালনা বন্ধ হয়নি মর্মে জানা গেছে। স্থায়ী জেটি নির্মাণের বিষয়টি বিআইডব্লিউটিএ সংশ্লিষ্ট। উল্লিখিত রুটে মূল জাহাজে নিরাপদে যাত্রীদের উঠা-নামার জন্য সংস্থার পক্ষ হতে দু'টি ফ্লাট সী-ট্রাক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বিভাগীয় কমিশনারের সহযোগিতা কামনা করেন।	কুমিরা-গুপ্তছড়া যাত্রীবাহি সার্ভিসে যাত্রী উঠানামার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ লাল বোট পরিচালনা নিষিদ্ধকরণ ও স্থায়ী জেটি নির্মাণে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।

১৪.	পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকীকরণের বিষয়ে ভূমি অধিগ্রহণ।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ জানান যে, পাটুরিয়া অংশে ৩২.১৫২৫ একর ভূমি অধিগ্রহনের বিপরীতে চুড়ান্ত প্রাক্কলন অনুমোদনের লক্ষ্যে ১০-১০-২০২২ জেলা প্রশাসন মানিকগঞ্জ কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। দৌলতদিয়া প্রান্তে ৩০.০০ একর ভূমি অধিগ্রহনের বিপরীতে চুড়ান্ত প্রাক্কলন অনুমোদনের লক্ষ্যে গণপুর্ত ও বন বিভাগ চুড়ান্ত স্থাপনার তালিকা প্রস্তুত করেছে। তালিকা প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসন রাজবাড়ি অনুমোদনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতি জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দ্রুত ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।
১৫.	নগরবাড়ীতে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ (১ম সংশোধিত) সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ জানান যে, নগরবাড়ী ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। নগরবাড়ী আধূনিক নদী বন্দর উন্নয়ন এর অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি নগরবাড়ী আধুনিক নদী বন্দর উন্নয়নের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	নগরবাড়ী আধুনিক নদী বন্দর উন্নয়নের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।
১৬.	নদী তীরভূমি (ফোরশোর) হস্তান্তর প্রসঙ্গে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ জানান যে, ১. টেকনাফ নদী বন্দর, ২. কক্সবাজার জেলা, ৩. পটুয়াখালী নদী বন্দর-পটুয়াখালী জেলা, ৪. ভোলা নদী বন্দর- ভোলা জেলা, ৫. মিরকাদিম নদী বন্দর- মুন্সীগঞ্জ জেলা, ৬. নরসিংদী নদী বন্দর-নরসিংদী জেলা, ৭. আশুগঞ্জ-ভৈরব বাজার নদী বন্দর- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, ৮.	বিআইডব্লিটিএ কর্তৃক ৩৭টি তালিকা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারদেরকে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।

		মেঘনাঘাট নদী বন্দর-নারায়ণগঞ্জ জেলা, ৯. ছাতক নদী বন্দর-সুনামগঞ্জ জেলা, ১০. দৌলতদিয়া নদী বন্দর-মানিকগঞ্জ জেলা, ১১. নগরবাড়ী নদী বন্দর-পাবনা জেলা, ১২. দাউদকান্দি-বাউশিয়া নদী বন্দর-কুমিল্লা/চাঁদপুর জেলা, ১৩. কক্সবাজার (কস্তুরাঘাট) নদী বন্দর-কক্সবাজার জেলা, ১৪. মিরসরাই-রাসমনি নদী বন্দর-ফেনী/চট্টগ্রাম জেলা, কোম্পানীগঞ্জ-সোনাগাজি নদী বন্দর-ফেনী/নোয়াখালী জেলা)-এর যৌথ জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে; কিন্তু তীরভূমি হস্তান্তরিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন। এছাড়া ১. চরজানাজাত নদী বন্দর-মাদারীপুর জেলা, ২. ঘোড়াশাল নদী বন্দর-গাজীপুর জেলা, ৩. টেকেরঘাট নদী বন্দর-সুনামগঞ্জ জেলা, ৪. চিলমারী নদী বন্দর-কুড়িগ্রাম জেলা, ৫. মজু চৌধুরীর হাট নদী বন্দর-লক্ষীপুর জেলা, ৬. সুনামগঞ্জ নদী বন্দর-সুনামগঞ্জ জেলা, ৭. রূপপুর নদী বন্দর-পাবনা জেলা, ৮. মেঘাইঘাট-নাটুয়াপাড়া নদী বন্দর-সিরাজগঞ্জ জেলা, ৯. বালাগঞ্জ নদী বন্দর-হবিগঞ্জ জেলা, ১০. বেতুয়া নদী বন্দর-ভোলা জেলা, ১১. গাজীপুর নদী বন্দর-গাজীপুর জেলা-এর যৌথ জরিপ ও তীরভূমি হস্তান্তর কোনটাই হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতি এ বিষয়ে বিআইডব্লিটিএর ৩৭টি তালিকা বিভাগীয় কমিশনারদেরকে প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।		
১৭.	প্রত্যেক বন্দরে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ সভাকে অবহিত করেন যে, প্রত্যেক বন্দরে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি করা যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতি ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি উপদেষ্টা গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রত্যেক বন্দরের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটি, বিভাগীয় কমিশনার, উপসচিব (টিএ), নৌপম, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।

১৮.	পায়রা বন্দরের অবকাঠামো ও সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প।	চেয়ারম্যান, পাবক জানান যে, ভূমি অধিগ্রহণ একটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ কাজ বিধায় বন্দরের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও পটুয়াখালী জেলা প্রশাসন অধিগ্রহণ কাজ তরান্বিত করতে প্রতি সপ্তাহে জেলা প্রশাসন, পটুয়াখালী সভার আয়োজন করেন। জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালীর নিকট বর্তমানে মোট ৬টি এল.এ কেস এর আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ বিভিন্ন ধাপে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং আরও ১৩০.৭৮৫ একর ভূমির সম্ভাব্যতা যাচাই এর কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। এসকল অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন করার বারচার্ট ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে যার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অধিগ্রহণ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর গত ১৯-০৯-২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তবে জেলা প্রশাসন, পটুয়াখালীতে প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যাপক অপ্রতুলতার কারণে যথাসময়ে অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। বতর্মানে মাত্র একজন LAO কর্মরত রয়েছে এবং তাকে জেলা প্রশাসন, পটুয়াখালীর অন্যান্য ভূমি অধিগ্রহণসহ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখার জনবল বৃদ্ধিসহ একজন সার্বক্ষণিক ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা পদায়নের প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে গত ২৯-০৯-২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি একজন LAO-কে পদায়ন অথবা ২/৩ জনের একটি টিম ২/৩ মাসের জন্য সংযুক্তি প্রদানের জন্য বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের সহযোগিতা কামনা করেন।	একজন LAO–কে পদায়ন অথবা ২/৩ জনের একটি টিম ২/৩ মাসের জন্য সংযুক্তি প্রদান করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, পাবক, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।

১৯.	রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং শুরু করা ও নিরাপত্তা জোরদারকরণ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, পাবক জানান যে, পায়রা সমুদ্র বন্দর এলাকায় নৌটহল জোরদার করার জন্য পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গত ১৫-০৬-২০২২ তারিখে জোনাল কমান্ডার (দক্ষিণ জোন), বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও পুলিশ সুপার, নৌপুলিশ, বরিশাল অঞ্চল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতি এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারের সহযোগিতা কামনা করেন।	উল্লিখিত বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারের সহযোগিতা কামনা করেন।	চেয়ারম্যান, পাবক, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।
২০.	ঢাকার চারপাশের নদ-নদী (বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, টঙ্গি খাল ও বালু নদী) দূষণমুক্তকরণ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, নদী রক্ষা কমিশন জানান যে, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গত ১৬ মার্চ ২০২২ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর পরবর্তী জন্মদিন অর্থাৎ আগামী ১৭ মার্চ ২০২৩ এর মধ্যে ঢাকার চারপাশের নদ-নদী দূষণমুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কমিশন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন/নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, নৌপুলিশ/শিল্প পুলিশ, বিসিক, ওয়াসাসহ স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করেছে। কমিশন সাভার/রূপগঞ্জ/কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিদর্শন করেছে ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের নিয়ে উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সাথে সভা করেছে। বুড়িগঙ্গা/তুরাগ/বালু/শীতলক্ষ্যা নদী ও সংযুক্ত খাল বেশ কয়েকবার পরিদর্শন করেছে। ট্যানারী শিল্প নগরীর CETP ও অন্যান্য স্থাপনা পরিদর্শন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসককে দূষণরোধে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া	ঢাকার চারপাশের নদ-নদী (বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, টঙ্গি খাল ও বালু নদী) দূষণমুক্তকরণ বিষয়ে জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।

		হয়েছে। এছাড়া ঢাকার চারপাশের নদ-নদী দূষণমুক্তকরণে জেলা প্রশাসনের আরো অধিকতর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রস্তাবের ওপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনারসহ সকলকে অনুরোধ জানান।		
২১.	প্রতিটি বিভাগে নদ-নদী, খাল-বিলের তীরে অবস্থিত বাসাবাড়ি, শিল্প-কারখানা হতে নিঃসারিত কঠিন ও তরল বর্জ্যের মাধ্যমে দূষণরোধ সংক্রান্ত।	চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী কমিশন জানান যে, পরিবেশ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে সারাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ের দূষণকারীর তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমেও পরিবেশ দূষণকারীদের তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৪৯ জন জেলা প্রশাসকের নিকট হতে দূষণকারীদের তালিকা পাওয়া গিয়েছে। কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ দেশের বিভিন্ন নদ-নদীর দূষণ পরিদর্শন করে বেশ কিছু নির্দেশনা প্রদান করেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত দূষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও অভিযোগ আকারে প্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তির পত্রের প্রেক্ষিতে অধিকাংশ জেলায় দূষণ বন্ধে বেশ কিছু নির্দেশনা কমিশন থেকে দেয়া হয়েছে। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২১ এ নদ-নদীর দূষণ বন্ধে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নদ-নদী, খাল-বিলের পাড়ে অবস্থিত শিল্পকারখানা, বসতবাড়িসমূহের সরাসরি বর্জ্য অপসারণ বন্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/ গাজীপুর/মানিকগঞ্জ/নরসিংদী/ময়মনসিংহ; উপজেলা	প্রতিটি বিভাগে নদ-নদী, খাল-বিলের তীরে অবস্থিত বাসাবাড়ি, শিল্প-কারখানা হতে নিঃসারিত কঠিন ও তরল বর্জ্যের মাধ্যমে দূষণরোধে জেলা প্রশাসক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম জোরদার করা যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।

		নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহ-কে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এসব দূষণরোধে জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতি এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম জোরদার জন্য অনুরোধ করেন।		
২২.	নৌযান দূর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত।	নৌযান দূর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে একটি টাস্কফোস গঠন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করা হয়। সভাপতি নৌযান দূর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি টাস্কফোস গঠনের নির্দেশনা দেন এবং ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবেন মর্মে উল্লেখ করেন।	নৌযান দূর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি টাস্কফোস গঠন এবং ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটি, মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার, উপসচিব (টিএ), নৌপম, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন।

৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাঃ/-
৩০-১০-২০২২
(মোঃ মোস্তফা কামাল)
সচিব

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০৩৬.১৬.০৫.২০.১৯৪

তারিখ ১৬ কার্তিক ১৪২৯ ব:
০১ নভেম্বর ২০২২ খ্রি:

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ [দৃ: আ: উপসচিব (মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা)]
২। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ।
৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন/চবক/বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/মোবক/বাস্থবক/পাবক।
৪। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
৬। যুগ্মসচিব (সকল), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৭। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম/বরিশাল/পাবনা/সিলেট ও রংপুর।
৮। উপসচিব (সকল), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৯। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট)।
১০। পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
১১। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট, দক্ষিণ হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম-৪১০০।
১২। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।

০১/১১/২২
(মোছাঃ নাজমুন নাহার)
উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়)

অনুলিপি:

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বন্দর/উন্নয়ন/সংস্থা-১/সংস্থা-২)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিতে ১৩-১০-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষর:

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১.	নায়লা জেসমিন, অতিঃ সচিব	নৌপম	০১৮২৬ ৭২ ০৬ ০৯	[signature] ১৩/১০/২০২২
২.	[illegible] কুমার [illegible]	নৌপম	০১৭১২-[illegible]	[signature] ১৩/১০/[illegible]
৩.	মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস, বিভাগীয় কমিশনার	ময়মনসিংহ বিভাগ	০১৭১৩০৬৭৭৮২	[signature] ১৩/১০/[illegible]
৪.	ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, বিভাগীয় কমিশনার	সিলেট	০১৭১২৭১৪০৮৫	[signature] ১৩.১০.২০২২
৫.	মোঃ খলিলুর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	ঢাকা	০১৭১৬-০৬২৪০৪	[signature] 13/10/2022
৬.	জি. এস. এম. জাফরউল্লাহ, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী	রাজশাহী	০১৭১৬২০২০৮০	[signature] ১৩.১০.২২
৭.	মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী, বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা	খুলনা	০১৭১৬-৪০০৬৭৮	[signature] ১৩/১০/২০২২
৮.	মোঃ আমিন উল আহসান, বিভাগীয় কমিশনার	বরিশাল	০১৭১৩[illegible]	[signature]
৯.	মোঃ আশরাফ উদ্দিন, বিভাগীয় কমিশনার	চট্টগ্রাম	01713107765	[signature]
১০.	মোঃ সাবিরুল ইসলাম, বিভাগীয় কমিশনার	রংপুর	01730326970	[signature]
১১.	কমডোর গোলাম সাদেক, চেয়ারম্যান	BIWTA	01968390000	[signature] 13/10/22
১২.	মো. আলমগীর, চেয়ারম্যান	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	01707073015	[signature] 13/10/22
১৩.	আহমদ শামীম আল রাজী, চেয়ারম্যান	BIWTC	01712911607	[signature] ১৩.১০.[illegible]
১৪.	কমডোর এম এম মানিকুজ্জামান, MD	BSC	01886555566	[signature] 13.10
১৫.	কমডোর নিজামুল হক, মহাপরিচালক, ডিও-এস	ডিও-এস	01812197786	[signature]
১৬.	এস. এম. ফেরদৌস আলম, অতি: সচিব	MOS	01730749999	[signature]
১৭.	মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (বন্দর)	নৌপম	01715170370	[signature] ১৩/১০/২০২২
১৮.	মোঃ আখতারুজ্জামান তালুকদার	NRCC	01732836[illegible]	[signature]
১৯.	শেখ শরীফ উদ্দিন, এনডিসি, যুগ্মসচিব (প্রশাঃ)	MOS	01712077023	[signature] ১৩/১০/২০২২
২০.	মোঃ তোফায়েল ইসলাম, যুগ্মসচিব	নৌপম	01712577165	[signature] ১৩.১০.২২

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
২১.	মীর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান উপসচিব, নৌপরিবহন	নৌপরিবহন	০১৭১৪-৫১৫০১৭	২৬.১০.২০২১
২২.				
২৩.				
২৪.				
২৫.				
২৬.				
২৭.				
২৮.				
২৯.				
৩০.				
৩১.				
৩২.				
৩৩.				
৩৪.				
৩৫.				
৩৬.				
৩৭.				
৩৮.				
৩৯.				